চেনা ওষুধ - অচেনা ওষুধ

পল্লব ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষে ভেষজশিল্পে ওষুধ শুধুমাত্র যে রোগ নিরাময়ের কাজে লাগে, তা নয়। ওষুধ এই দেশের বিভিন্ন জাতি, প্রজাতি, ধর্ম, ভাষা, প্রদেশ ও সাংস্কৃতিক আচার - অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আঠারোটি ভাষাএবং ষোলোশো বাহান্নটি মাতৃভাষায় বিভক্ত এই দেশের মানুষ এখনও কবিরাজি, ইউনানী ইত্যাদি দেশীয় প্রথায় বিশ্বাস রাখে। কিন্তু, বর্তমান কম্পিউটার পরিচালিত জেটযুগে রোগ-ব্যাধি যেমন দুরূহ হয়ে উঠেছে, চিকিৎসাশাস্ত্রও অনুরূপভাবে জটিল হতে বাধ্য হয়েছে। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ইদানিং এদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসঙ্গী।

ফলস্বরূপ, বিগত দশ বছরে ভারতীয় ভেষজশিল্পের বিভিন্ন ধারায় এসেছে যুগান্তকারী বিপ্লব। অত্যাধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে, বর্তমান ভেষজ-শিল্পের বিশ্ববাজারে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারতবর্ষ।

দেশীয় বাজারে বছরে কুড়ি হাজার কোটি টাকার এই শিল্প বিদেশি বাজারে দশ হাজার কোটি টাকার পণ্যরপ্তানি তো করছেই, বিগত এক দশকে দশ শতাংশ হারে বর্দ্ধিতও হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই ক্রমবর্ধমান অত্যাধুনিক ভেষজশিল্প আজ ভারতবর্ষের মানুষকে সুস্থ ও নীরোগ জীবনের দিকে নিয়ে যেতে কতটা সক্ষম তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

অন্যান্য শিল্পের মতো ভারতীয় ভেষজশিল্পেও অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে কিছু অবাঞ্ছিত প্রক্রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটছে। এটি অত্যন্ত কঠোর বাস্তব যে, ওষুধ মানুষের জীবনে এমনই একটি অপরিহার্য সামগ্রী যেখানে ক্রেতার ব্যক্তিগত মনোনয়নের কোনো সুযোগ থাকে না। এই বিষয়ে জনগণ সম্পূর্ণভাবে ডাক্তারের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু যে ডাক্তারের নীতিবোধের ওপর মানুষের এই নির্ভরশীলতা, তাদের বেশির ভাগেরই মূল্যবোধ আজ বিকিয়ে গেছে শক্তিশালী ওষুধ কোম্পানিগুলির অনৈতিক প্রলোভনের কাছে। প্লেনের টিকিট থেকে সিনেমার টিকিট, সেমিনারের স্পনসরশিপ থেকে সপরিবারে বিদেশ ভ্রমণ -- এইসব নৈবেদ্যের ডালি নিয়ে ছোট- বড় বিভিন্ন ওষুধের কোম্পানিগুলি ডাক্তারের সেবায় প্রস্তুত। এইভাবে চিকিৎসক সমাজ নিজেদের পেশায় অবস্থানের সুযোগ নিয়ে, ওষুধ কোম্পানিগুলির প্ররোচনায়, বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ওষুধ, প্রয়োজন ছাড়াই রোগীদের প্রেসক্রিপশন করেন।

এছাড়াও বিভিন্ন বিজ্ঞাপন মাধ্যম এখন ওষুধ কোম্পানিগুলির বড় হাতিয়ার। নির্দ্বিধায় তারা নিজেদের বিভিন্ন ওষুধের বিজ্ঞাপনে 'EXTRA STRENGTH', 'CLINICALLY PROVEN', '24-HOUR RELIEF', 'NOTHING IS STRONGER', ইত্যাদি স্লোগানগুলি ছাপিয়ে দেয়। কারণ ভারতবর্ষের মতো অনুন্নত দেশে ওষুধের ওপর এই ধরণের অপ্রমাণিত অঙ্গীকারের বিদ্ধে তেমনভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই।

এই শিথিল বিধি - ব্যবস্থাকে হাতিয়ার করেই গড়ে উঠছে সমান্তরাল কৃত্রিম বা জাল ওষুধের এক বিশাল বাজার। W.H.O -এর ২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পৃথিবীর নকল ওষুধের ব্যাপক বাজারের প্রায় ৩৫ শতাংশ উৎপাদন হয় এই ভারতবর্ষেই। প্রায় ২৩ শতাংশ কৃত্রিম ওষুধ উৎপাদনের মাধ্যমে ভারতের পরেই নাইজেরিয়ার স্থান। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই পরিসংখ্যান বিগত দু-তিন বছরে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় ভেষজশিল্পের ১০ থেকে ৩০ শতাংশ (দু' হাজার থেকে ছ' হাজার কোটি টাকা) বাজার দখল করে আছে এই জাল ওষুধের কারবার। ORGANISATION OF PHARMACEUTICAL PRODUCERS OF INDIA' (OPPI) -র মতে উত্তর ভারতে

গড়ে একটি ওষুধের প্রতি পাঁচ পাতায় এক পাতা জাল ওষুধ বিক্রি হয়। এই অসাধুচক্রের হাত থেকে ক্রতাদের স্বার্থ এবং নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য রক্ষার্থে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিগুলি নিজেদের প্যাকেজিংয়ের ওপরে হলোগ্রাম ব্যবহার করা সত্ত্বেও উত্তর ভারতে কৃত্রিম ওষুধের উৎপাদন একটি রমরমা ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিম াচলপ্রদেশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু জায়গায় গড়ে উঠেছে এই জাল ওষুধের কারখান াগুলি। আগ্রা, লখনউ এবং বারাণসীতে বিক্রি হয় এই সমস্ত কারখানার বেশির ভাগ উৎপাদন।

কৃত্রিম ওষুধের ব্যবসা দেশীয় বাজার দখল করছে দুরকম পদ্ধতিতে। বিখ্যাত চলতি ওষুধের নামের বানানের সামান্য হেরফের ঘটিয়ে, প্যাকেজিংকে একইরকম রেখে বাজারে ছাড়া হয় নকল ওষুধ। অন্য পদ্ধতিটি আরোবেশি ক্ষতিকারক। ন াম এবং প্যাকেজিং পুরোপুরি এক রেখে, ওষুধের মূল উপাদানটি পাল্টে, তার পরিবর্তে দেওয়া হয় অবিকল নকল, স ম্পূর্ণ ভেজাল অথবা নিম্নমানের ওষুধ। বলাবাহুল্য, এসব জাল ওষুধ রোগ নিরাময় তো করেই না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু ডেকে আনে। গভীর সঙ্কটের কথা হল, নকল ওষুধের কারবার আগে শুধুমাত্র সাধারণ মাথাব্যথা, পেটখারাপের ওষুধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু, এর বিস্তৃতি এখন গ্রাস করেছে ডায়াবেটিস, হাইপ্রেসার, ক্যানসার ইত্যাদি মারাত্মক রোগের জীবনদায়ী ওষুধকেও। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের ফলে ওষুধের এই কৃত্রিমতা সনাক্তকরণ, সরকার এবং ক্রেতা উভয়ের কাছেই কঠিন হয়ে পড়েছে।

মুদ্রণশিল্পের আধুনিকীরণের ফলে নামকরা ওষুধের লেবেল নকল করা এখন অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে এবং এই প্রক্রিয়াকে আরো বেশি সাহায্য করছে আমাদের দেশের সরকার অনুমোদিত পরীক্ষাগারের অভাব, গ্রাম-গঞ্জে হাতুড়ে ড াক্তারের বিস্তার এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের এই বিষয়ে আশ্চর্যজনক উদাসীনতা।

ভেষজশিল্পে ওষুধ জাল করবার প্রবণতার মারাত্মক প্রভাবে প্রধানত জর্জরিত হয়ে উঠেছে শহরতলি এবং গ্রাম - গঞ্জের লোকেরা। যেহেতু শহরাঞ্চলের লোকেরা কিছুটা হলেও নকল ওষুধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাই শহরেনকল ওষুধের দৌরাত্ম্য অপেক্ষাকৃত কম। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শহরের বেশ কিছু মানুষ আজকাল ওষুধ কেনার সময় ম্যানুফ্যাকচা রিং ডেট, এক্সপায়ারি ডেট ইত্যাদি যাচাই করেন। এসব দেখে শুনে ওষুধ কেনা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

জাল কিংবা অবৈধ ওষুধের মাধ্যমে জীবনের ঝুঁকি ছাড়াও গরিব মানুষের ওপরে চলছে নির্মম অর্থনৈতিক শোষণ। শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলের অর্ধশিক্ষিত, দরিদ্র রোগীরা নকল ওষুধের দ্বারা কোনোভাবে উপকৃত তো হয়ই না, উপরন্তু ত ারা বাধ্য হয় দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন ডাক্তারের দ্বারস্থ হতে। ফলস্বরূপ, ধীরে ধীরে তারা গভীর আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং তাদের অতিসাধারণ ব্যাধিও ক্রমশঃ দূরারোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ওষুধের মতো এমন একটা জীবনদায়ী ও বিশুদ্ধ শিল্পে এই ধরণের কৃত্রিম, নকল ও নিম্নমানের প্রক্রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটে কি ভাবে? এটা একটা খুব বড় প্রশ্ন। সাধারণ মানুষ এ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হবে না।

যে কোন ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে প্রায় পনেরো শতাংশ প্রকৃত উপাদানের সাথে মেশানো হয় পঁচাশি শতাংশ EXCIPIENTS । যেমন POVIDONE, CELLULOSICS, MODIFIED STARCHERS ইত্যাদি। এই EXCIPIENTS গুলি যেকোনো ওষুধের অপরিহার্য অঙ্গ। বেশির ভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা অত্যন্ত উঁচুম ানের EXCIPIENTS ব্যবহার করে নিজেদের ওষুধের আরোগ্যকারী গুণমান বজায় রাখে। কিন্তু বেশি লাভের আশায় ছোট ও মাঝারি ওষুধ কোম্পানিগুলি কোনোরকম অনুসন্ধান ছাড়াই, এমন সব দেশি ও বিদেশি সংস্থা থেকে উপরিউক্ত EXCIPIENTS কেনে, যাদের গুণগত মানের ওপর বিশাল প্রশ্নচিহ্ন রয়ে যায়।

ইদানিং ভারতীয় বাজারে চীন দেশ থেকে আমদানি করা বিভিন্ন পণ্যের স্রোত বয়ে চলেছে। ছোট বাচ্চাদের খেলনা থেকে শু করে বড় বাচ্চাদের চিত্তবিনোদনকারী চোখবাঁধানো সামগ্রী, সাধারণ ক্রেতাদের সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণের সুযোগ করে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, ভারতীয় ওষুধশিল্পেও চিনদেশ তার প্রভাব বিস্তার করেছে। বেশির ভাগ কৃত্রিম ও নিম্নম ানের ওষুধের EXCIPIENT গুলি আমদানি করা হয় চীন থেকে। কিন্তু কেনার সময় ওষুধ কোম্পানিগুলি, এইসব EXCIPIENTS -র ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট, ব্যাচ নাম্বার, এক্সপায়ারি ডেট, ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করে না। আর্থিক সহজলভ্যতাই এদের কেনাবেচার ওকমাত্র মাপকাঠি। সস্তায় বানানো কৃত্রিম ও নিম্নমানের ওষুধ ভ ারতীয় বাজারে ছেড়ে এই ধরণের ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি, এদেশের সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত ঠেলে দিচ্ছে

মৃত্যুর মুখে। ব্যাপারটা খুবই সাংঘাতিক।

চরম পরিহাস এই যে, চীন দেশ থেকে সস্তায় EXCIPIENTS কিনে জাল ওষুধ তৈরি করা এই দেশে এখন এক রমরমা ব্যবসা, অথচ খোদ চীন দেশের ওষুধশিল্পে এই নিম্নমানের EXCIPIENTS গুলির কোনো স্থান নেই। সেখানকার ওষুধে ব্যবহৃত হয় আন্তর্জাতিক গুনমানসম্পন্ন উৎকৃষ্ট EXCIPIENTS এবংনির্ভেজাল উপাদন।

আমাদের এই গরিব দুর্ভাগা দেশে, বিধি সত্ত্বেও, অনেক কিছুই নষ্ট করা হয় না। ফেলে দেওয়া মিনারেল ওয়াটারের বোতল থেকে শেষ হয়ে যাওয়া প্রসাধনসামগ্রীর কৌটো --- সবই নতুনরূপে ক্রেতাদের কাছে আবার ফিরে আসে নতুন মোড়কে। কিন্তু ওষুধের ক্ষেত্রে যখন এই একইভাবে পুনর্ব্যবহারের প্রথা প্রয়োগ করা হয়, সমাজে তখন নেমে আসে জীবন - মরণ সঙ্কট। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, অসাধু ওষুধ ব্যবসায়ীরা, ফাঁকা ব্যবহৃত ওষুধের শিশি -বোতল কিনে নকল অথবা নিম্নমানের ওষুধ ভরে নতুনভাবে বাজারে বিক্রি করছে। ভারতের উত্তর - পূর্ব রাজ্যগুলিতে এবং বিহারে এইভাবে 'ফেনসিডিল' ওষুধের কৃত্রিম ব্যবসা একটি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। 'ফেনসিডিল' এমনই একটি কাশির ওষুধ যা অসুস্থ রোগীকে ঘুমেনোর সুযোগ করে দেওয়া মাধ্যমে কাশির প্রকোপ থেকে কিছুটা মুক্তি দেয়। অথচ জাল ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে এই ফেনসিডিল-ই নেশাগ্রস্ত মানুষের এক চমৎকার অবলম্বনহয়ে উঠেছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের উত্তর - পূর্ব সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মানুষেরা একটু বেশি নেশাপ্রবণ। ফেনসিডিলের অবিকল বোতলে, একই রকমের লেবেল সাঁটিয়ে এই সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নাররকোটিকস মেশানো এমন একটি সিরাপ, যার মধ্যে আসল ফেনসিডিলের কোনো গুণমান নেই। নিপাট নেশার বস্তু হয়ে দাঁড়ায় সেটা। বুঝুন ব্যাপারখানা।

শুধুমাত্র ফাঁকা বোতলই নয়। এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়ে যাওয়া ওষুধগুলিকে দোকানের তাক থেকে তুলে এনে, নতুন লেবেল লাগিয়ে আবার বাজারে ছেড়ে দেন অসাধু ওষুধ ব্যবসায়ীরা। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রধান মেদণ্ড হল গ্রাম ও শহরের ছোট বড় বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতাল। স্বল্পব্যয়ে সাধারণ মানুষের আরোগ্যলাভেরএকমাত্র ভরসা এই সমস্ত হাসপাতালগুলিতে টেণ্ডারের মাধ্যমে একেবারে লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ কেনা হয় । যে ওষুধ কোম্পানিগুলি সব থেকে কম মূল্যের টেণ্ডার পেশ করে, হাসপাতালগুলি তাদের থেকেই ওষুধ নেয়। স্বল্পমূল্যে জনসাধারণের মধ্যে ওষুধ সরবরাহ করতে গিয়ে, বেশিরভাগ সময়ই গুণগত মানের সাথে আপোষ করতে হয়।

কৃত্রিম ও নিম্নমানের ওষুধ সবক্ষেত্রে মৃত্যু ডেকে না আনলেও, আরো গভীরভাবে সমাজের ক্ষতি করছে।জাল ওষুধের বার বার ব্যবহার মানবদেহে ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাকে কমিয়ে আনে। সব মানুষকে বেশী দামের বর্দ্ধিত প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক ওষুধের দ্বারস্থ হতে বাধ্য করে।

বিগত কয়েক বছর ধরে বিদেশ থেকে চোরাপথে বিভিন্ন ধরণের কোটি কোটি টাকার ওষুধের প্রকৃত উপাদান প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষে আসছে। বহু ওষুধের কোম্পানি এই চোরাই প্রকৃত উপাদানগুলি কেনে উৎপাদনশুল্ক ফাঁকি দেওয়ার জন্য। মুম্বই শহরে 'দাওয়া মার্কেট' বলে পরিচিত একটি বাজারে যে কোনো মূল্যের জাল ওষুধ কেনারনকল রসিদ পাওয়া যায়। নকল ওষুধের রসিত প্রস্তুতকারকরা 'বিলওয়ালা' নামে পরিচিত। এই দালালদের সাহায্যে, যে কেউ যে কোনো অঙ্কের পাকা রসিদ নিয়ে বাজারে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। এইভাবে প্রস্তুত ওষুধগুলির গুণমানের মাপকাঠি কোন পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা তো হয়ই না, উপরন্তু এরা সাধারণ মানুষের জীবনের ঝুঁকি আরোবাড়িয়ে দেয়।

ভেষজশিল্পের জগতে এই ব্যাপক জালিয়াতি শুধুমাত্র এইদেশের একশো কোটি মানুষকেই যে বিভিন্নভাবেআক্রমণ করছে তা নয়। এই কৃত্রিম ও নিম্নমানের উৎপাদিত ওষুধের এক বৃহৎ অংশ বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। বিগত এক দশকে, বহু বিদেশি কোম্পানি ভারতবর্ষকে বেছে নিয়েছে তাদের পরীক্ষাগার ও কারখানার কেন্দ্র হিসাবে। এই দেশের মানুষের শিক্ষা, মেধা, বিদেশি বাজারের থেকে তুলনামূলক কম বেতনের চাহিদা, স্বাভাবিকভাবে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে দেশের বাজারের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। এইসব সংস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে উঠেছে দেশীয় বহু ওষুধ কোম্পনি। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতে প্রস্তুত ওষুধ এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কৃত্রিম ও নিম্নমানের ওষুধ রপ্তানির ফলে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত ভারতীয় ওষুধশিল্পের উৎপাদনকে বহু দেশ এখন সন্দেহের চোখে দেখছে। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু দেশে ভারতে প্রস্তুত প্রচুর ওষুধ রপ্তানি করা হয়। কিন্তু ইদানিং এইসমস্ত দেশ ভারতে প্রস্তুত ওষুধগুলির গুণমাণের বিদ্ধে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য অনুযায়ী, সেদেশের ওষুধ বাজারের

তিন থেকে পাঁচ শতাংশ ছেয়ে গেছে ভারতথেকে আমদানি করা জাল ওষুধে। ঘটনার ব্যাপকতায় ওদেশেৰ সরকার বিচলিত হয়ে অদূর ভবিষ্যতে ভারত থেকেওষুধ আমদানির ওপর সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করার কথা ভাবছে। এইভ াবে বহু বছর ধরে তিল তিল করে গড়েওঠে আমাদের দেশের এই বৃহৎ শিল্পটি এখন আন্তর্জাতিক বাজারে এক দাগী আস ামী হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

জাল ওষুধ ব্যবসায়ীরা যেভাবে এদেশে শেকড় গেড়ে বসছে, তার পিছনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দায়ী সরকারী শিথিলতা। এই ভয়াবহ সমস্যার মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো আমাদের দেশে এখনও নেই। লক্ষ্যকরা গেছে, কড়া অ াইনের অভাবে প্রচুর ধৃত জাল ওষুধের ব্যবসায়ী জামিনে ছাড়া পাচ্ছে। কম ঝুঁকি অথচ বেশি লাভের এই জালিয়াতি উত্তরোত্তর ভারতবর্ষে বেড়ে চলেছে। দেরিতে হলেও সরকারী উদাসীনতা এখন কিছুটা কেটেছে। প্রাক্তন এন. ডি. এ. সরক ার এই সমস্যার গভীরতা খতিয়ে দেখার জন্য' সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব সায়িন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ' (সি. এস. আই. আর.) -এর ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ আর. এ. মাশেলকারের তত্ত্বধানে একটিকমিটি গঠন করে। এই কমিটির মতে, ধৃত জাল ওষুধ ব্যবসায়ীদের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড এবং জরিমানা এক লক্ষ টাকা অথবা ধৃত ওষুধের আর্থিক মূল্যের তিনগুণ হওয়া উচিত। ঘটনাচক্রে মাশেলকার কমিটির এই মতামত পার্লামেন্ট বিলরূপে অনুমো দিত হওয়ার আগেই সরকার বদল হয়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের মতে, অধিক মুনাফা লাভের জন্য বেশিরভাগ ওষুধের কোম্পানিগুলি অত্যবশ্যকীয় ওষুধের দাম ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়িয়ে রেখেছে। অনুসন্ধান করে তিনি জ ানতে পারেন, ওষুধশিল্পে লাভের পরিমাণ প্রায় দুহাজারশতাংশ। লাভের এই শতাংশের অঙ্ক থেকেই আমরা বুঝতে পা রি, ভারতীয় বাজারে কমদামি কৃত্রিম ও নিম্নমানের ওষুধের কেন এত চাহিদা।

এই ভেজাল ব্যবসা রাতারাতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, যেমন টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে, সাধারণ মানুষকে আরো ওয়াকিবহাল করা। ওষুধের দোকানদারেরাও এর দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাদের ভালোভাবে যাচাই করে সঠিক মানের ওষুধ কেনা উচিত। সর্বোপরি এই ঘৃণ্য ব্যবসা বন্ধ করার দায়িত্ব বর্তায় দেশের সরকারের ওপর। আইনের বেড়াজালের ফাঁক যতদূর সম্ভব বন্ধ করে, দেশীয় পরীক্ষাগারের পরিকাঠামো উন্নত করে, সদাসতর্ক দৃষ্টি নিয়ে সরকার যদি সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়, তবেই হয়ত চেনা ওষুধের মোড়কে এই অচেনা ওষুধের কারবার বন্ধ করা যাবে। নইলে পরিণতি যে কি ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে তা নিশ্চয়ই আর আলাদাভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুতরাং সাধু সাবধান।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com